



221880 - দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা কি ফরজ?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমার এক দুধ ভাই ছিল; তিনি মারা গেলেন। তার কয়েকজন ময়ে আছে। ঈদ মৌসুমে কিংবা অন্যন্য উপলক্ষে তাদরেকে দেখতে যাওয়া কি আমার উপর ফরজ; যমেনটি আমি আমার রক্ত সম্পর্কীয় বোন ও বোনের ময়েদেরে ক্ষতেরে করে থাকি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

সলিতুর রহেমে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা ও দেখতে যাওয়ার ক্ষতেরে রক্ত সম্পর্করে আত্মীয় ও দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয় সম পরযায়রে নয়। দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সাথে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের মত সম্পর্ক রক্ষা করা ও দেখতে যাওয়া ফরজ নয়।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: আত্মীয়তা রক্ষার ক্ষতেরে দুগ্ধ সম্পর্ক রক্ত সম্পর্করে মত নয়। রহেমে বা আত্মীয়তা রক্ষার বিষয়টি নিকিটাত্মীয়দের সাথেই সম্পৃক্ত। [শাইখ বনি বাযরে ফতোয়াসমগ্র থেকে সংকলতি (২২/২৮১)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন বলেন: ... রক্ত সম্পর্করে আত্মীয়দের চারটি বধিান দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের জন্যে সাব্যস্ত হয়। এগুলো ছাড়া রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের অন্য বধিানগুলো দুগ্ধ সম্পর্কীয় আত্মীয়দের জন্যে সাব্যস্ত হবে না। আরখিক খরচ দেওয়ার হুকুম সাব্যস্ত হবে না। তাই কোন ব্যক্তরি উপর তার দুগ্ধজাত ময়েরে খরচ চালানো ওয়াজবি নয়; যমেনটি তার ওয়ারশিজাত ময়েরে খরচ চালানো ওয়াজবি। মরিস বা পরতিযক্ত সম্পত্তরি বধিান সাব্যস্ত হবে না। তাই দুগ্ধজাত ময়ে তার থেকে মরিছ পাবে না। দুগ্ধজাত আত্মীয়রে ক্ষতেরে ভুলক্রমে সংঘটিতি হত্যা কিংবা ভুলরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যার দয়িত প্রদানরে বধিান সাব্যস্ত হবে না। সলিতুর রহেমে বা নিকিটাত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা রক্ষার বধিানও দুগ্ধজাত আত্মীয়রে ক্ষতেরে সাব্যস্ত হবে না। অতএব, রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়দের সকল বধিান দুগ্ধজাত আত্মীয়দের ক্ষতেরে প্রযোজ্য হবে না। শুধু চারটি বধিান প্রযোজ্য হবে। সেগুলো হচ্ছে- বয়ি, পর্দা, নরিজননে সাক্ষাত ও মোহরমে হওয়া। [আশ-শারহুল মুমতি (১৩/৪৪২) থেকে সমাপ্ত]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্রতে (২৫/২৭২) এসছে-



আমার কয়কেজন দুধ-মা রয়েছে। অতীতে আমি তাঁদের ব্যাপারে কিছুই করিনি; যমেন- তাদেরকে গফিট দয়ো কথা এ জাতীয় কিছু। অতীত ও ভবিষ্যতে তাদের ব্যাপারে আমার করণীয় কী?

জবাব: তাদের ব্যাপারে আপনার করণীয় হচ্ছে- তাদেরকে দেখতে যাওয়া, তাদেরকে সালাম করা, তাদের জন্য দুআ করা। যদি আপনি তাদেরকে কিছু গফিট করেন সটো ভাল। আর যদি কিছু না দিতে পারেন তাতেও কোন অসুবিধা নই।[সমাপ্ত]

অতএব, আবশ্যিক হওয়ার বিবেচনা থেকে আপনার দুধ ভাতজিদিরকে দেখতে যাওয়া আপনার উপর ওয়াজবি বা আবশ্যকীয় নয়। কিন্তু আপনি যদি তাদেরকে দেখতে যান সটো ভাল এবং সজেন্য ইনশাআল্লাহ সওয়াব পাবেন; যহেতে আপনার মাঝে ও তাদের পতির মাঝে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক রয়েছে। ইতপূর্ববে 4005 নং ফতোয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- যে ব্যক্তির সাথে অন্য ব্যক্তির দুগ্ধগত সম্পর্ক আছে তার সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা মুস্তাহাব।

যে সকল আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা ফরজ সে বিষয়ে আরও জানতে 75057 নং ফতোয়া দেখুন।

আল্লাহই ভাল জানেন।